

		
		
Bishal Bangla Online is on Facebook. To connect with Bishal Bangla Online, join Facebook today.		
		
	Join	
	or	
	Log In	
		

<div>Bishal Bangla Online</div> <div>8 August at 12:49 · Facebook for Android ·</div>
--

রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ব্যবসার মধ্যে অন্যতম সফল ব্যবসা ছিলো পতিতালয় ব্যবসা আফিম ব্যবসা ও চড়া সুদ।

সেন্ট্রাল এভিনিউ থেকে সোভাভাজারের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললে, পথে পড়ে পৌরী শঙ্কর লেন। এখানেই অবস্থিত এশিয়ার সর্ববৃহৎ যৌনপল্লী সোনাগাছি। আজও সাধারণ মানুষের কাছে যারা পরিচিত তথাকথিত 'বেশ্যা' নামে।

ঊনবিংশ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসের পাতা ওল্টালে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই। দ্বারকানাথের বেলগাছিয়ার বিরাট বাগানবাড়ির তো খুবই নামভাঙা। রবীন্দ্র সন্ন্যী - যার আদিনাম চিৎপুর রোড, সেই রাস্তা ধরে কিছুদূর এগোলেই চোখে পড়বে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি। এই গলির পাঁচ ও ছয় নম্বর বাড়ি ছিল ঊনবিংশ শতকের বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের পীঠস্থান। তবে ঊনবিংশ শতকের ঠাকুরবাড়ি নিজেদের শুধুমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতি বা বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল ভাবলে ভুল ভাবা হবে। সাহিত্য সংস্কৃতির পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যেও ঠাকুরবাড়ি ছিল একমেবাদ্বিতীয়ম। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে তৎকালীন বাঙালি সমাজের পথিকৃৎ হয়ে ওঠেন দ্বারকানাথ।

দ্বারকানাথ যখন পৈতৃক বিষয় পান তখন তার আয় ছিল খুবই অল্প। কিন্তু দ্বারকানাথ কর্মজীবনের শুরু থেকেই সংসার চালিয়ে উদ্ভূত টাকার সঠিক বিনিয়োগ ও উপার্জন বৃদ্ধির দিকে মনোযোগী ছিলেন। সেই সময় জমালো টাকা নিরাপদে রাখার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তাই তিনি জমালো টাকা চড়া সুদে ধার দিতে লাগলেন এবং এতে তার উপার্জনও মন্দ হতো না। সেই সময় সুদের ব্যবসা বেশ জনপ্রিয় ছিল এমনকি রামচন্দ্র রায় ও রংপুর সেরেস্তাখ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই কারবারে নেনে পড়েন। শোনা যায় বিদ্যাসাগরের মাও নাকি এপন্থায় কিছু রোজগার করেছিলেন। আসলে এই তেজারতির ব্যবসা ছিল বেশ আরামের ব্যবসা, তার উপর প্রভাবশালী কেউ যদি এ ব্যবসা করে থাকে তাহলে তা বেশ সহজসাধ্যও বটে। কারণ সুদ আসল আদায়ের জন্য বেশি পরিপ্রশ্ন করতে হয় না তাকে। দ্বারকানাথের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরবর্তীতে সকলের সামনে দেখা যায় তাতে তিনি রক্তচোষা সুদাখার হাজারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তখনকার সমাজ জীবনের একজন খলনায়ক হয়ে থাকেন।

এটাকে আবার একেবারে ভুল বলেও অবশ্য এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কারণ তার চরিত্রে অর্থশীলতা অবশ্যই ছিল। শুধু যে উদ্ভূত টাকা তেজারতির ব্যবসাতেই খাটিয়েছেন তা নয়, যখন কোনও জমিদারি, তালুক নিলামে উঠেছে তা কিনে ফেলতেন। এভাবে নিজের জমিদারিকে বহলাংশে বিস্তৃত করেছেন, আর এই বিস্তৃতির পেছনে ছিল তার আইন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য। তেজারতি, জমিদারি তো ছিলই সেই সাথে আইনি উপদেষ্টা হিসেবেও দ্বারকানাথের রোজগার কম ছিল না। যখনই কোনও মামলা মোকদ্দমা হত তিনি আইনি উপদেষ্টা হিসেবেও বেশ ভালো অর্থ উপার্জন করতেন। আমদানি রপ্তানির কারবারও শুরু করেছিলেন ইউরোপীয় বণ্‌কুদের সাথে। কর্মজীবনে প্রবেশে সাথে সাথে পারিবারিকভাবে ইংরেজদের সাথে সখ্যতার দরুন তার চলার পথ অনেক মসৃণ হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপীয় অর্ডার অনুসারে তিনি রেশম, চিনি, সোডা, নীল রপ্তানি করতেন। ১৮২২ সালে তিনি চরিশ পরগনার আবগারি বিভাগে লবণ দপ্তরে কাজ নেন। পরে তিনি আফিম বোর্ডের ডিরেক্টরও হয়েছিলেন। দ্বারকানাথই প্রথম ভারতীয় যিনি এই পদে বসতে পেরেছিলেন। এভাবেই নিজের দক্ষতা, কার্য-কুশলতার মধ্যে ও ইংরেজ বণ্‌কুদের সাহায্যে তিনি একে একে বহু ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। ওড়িশা ও পূর্ববঙ্গে তিনি বহু জমিদারি কেনেন ও সেইসব জায়গায় কুঠিবাড়ি নির্মাণ করেন।

এবার আসা যাক সোনাগাছির প্রসঙ্গে। ১৮৫০ সালে প্রকাশিত একটি সার্ভে রিপোর্ট থেকে জানা যায়, কলকাতা শহরে ৪৪৪৯টি ঠেক আছে, যেখানে ববাস্য করেন প্রায় ১২,৪১৯ জন যৌনকর্মী। যার মধ্যে অন্যতম সাদ্‌া জাগানো যৌনপল্লী ছিল 'সোনাগাছি'। সোনাগাছির সম্পর্কে কথিত ছিল, প্যারিসের যৌনকর্মীরাও কলকাতার এই যৌনালয় সম্পর্কে জানতেন। রব্‌স্তপক্ষে তার আগেই দ্বারকানাথ ঠাকুর বেশ কিছু যৌনপল্লীর মালিক হয়ে উঠেছিলেন। এ-ব্যাপারে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীটি প্রণিধানযোগ্য। বইটি থেকে জানা যায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কলকাতার একটি এলাকাতেই প্রায় তেতাল্লিশটি বৈ্যালয়ের মালিক ছিলেন। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কী এমন প্রয়োজন পড়ল দ্বারকানাথের, যার জন্য তাঁকে হয়ে উঠতে হল কিছু এতগুলি বৈ্যালয়ের মালিক? এমনকি বলতে গেলে তার হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হল সোনাগাছির মতো যৌনপল্লী।

এই প্রস্নের উত্তরও লুকিয়ে আছে দ্বারকানাথের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতির মধ্যে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের সূত্রেই কলকাতায় আগমন হয় প্রচুর রাজকর্মচারী। তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিচুতলার কর্মী এবং বেশিরভাগই অবিবাহিত। ফলে এই ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের আয়্যামনের জন্যই দ্বারকানাথ প্রায় তেতাল্লিশটি বৈ্যালয়ের মালিক হয়ে বসলেন। বেশিরভাগ কোঠাতেই ইংরেজ কর্মচারীরা তাদের আমোদ-শুভৃতির জন্য রাখতেন এক বা একাধিক নেটিভ উপপল্লী। এই নেটিভ উপপল্লীরা বিবেচিত হতেন ইংরেজ কর্মচারীদের আনন্দের 'উপকরণ' হিসেবে। তবে শুধুমাত্র ইংরেজ কর্মচারীরাই নন, তৎকালীন সময়ে অনেক বাঙালি 'বাবু'-র মুক্তাকলও হয়ে ওঠে এইসব যৌনপল্লী, যার মধ্যে অন্যতম ছিল সোনাগাছি।

৪০টি বৈ্যালয়ের মালিকানা গ্রহণ যা সোনাগাছির মতো যৌনপল্লীর গুরুত্বায় হয় দ্বারকানাথের হাত ধরেই। একে দ্বারকানাথের তুখোড় বাণিজ্যিক বুদ্ধির প্রমাণ বল পণ্য করা চলে। বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ি যেমন ইংরেজ কর্মচারী এবং বাঙালি বাবুদের কাছে আনন্দের অন্যতম উৎস ছিল, তেমনই তার অন্য একটি ধারা হয়তো প্রবাহমান ছিল এই যৌনপল্লীর হাত ধরেই। করে দেন। দ্বারকানাথের নারী আসক্তি ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই আর এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় জার্মান পরিব্রাজক ও পর্যটক ক্যাস্টেন লেওপোল্ড ফন ওরলিন এর লেখায়। তিনি যখন কলকাতায় আসেন তখন বেলগাছিয়ায় নিমন্ত্রিত হন। ডিলার প্রদর্শনী কক্ষে একটি ভারতীয় অভিজাত মহিলার ছবির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। দ্বারকানাথ তাকে গর্ভ করে বলেন মহিলাটির প্রতি তার অনুরাগ সর্বজনবিদিত।

যাই হোক এগুলো এখানে উল্লেখ করার কারণ হল পতিতালয়ের ব্যবসা ঠাকুরবাড়ির জন্য অস্বাভাবিক ন। রামচন্দ্রনা ঠাকুর নিজেও কলকাতার একজন বিখ্যাত শিল্প সমঝদার ছিলেন। তিনি প্রায়ই বাইজি বাড়ি যেতেন। দ্বারকানাথ কলকাতা খিয়েটারের একজন ভক্ত ও অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৩৫ সালে লসের কারণে টেরিঙ্গ খিয়েটার নিলামে উঠলে দ্বারকানাথ সেটি কিনে নেন। এই খিয়েটারের প্রধান অভিনেত্রী ছিলেন এক ইংরেজ সৈনিকের মেয়ে এথলার লীচ। শোনা যায় দ্বারকানাথ নাকি তাকে প্রচুর করার জন্য অশোভন পন্থা অবলম্বন করেন।

ঠাকুরবাড়ির অন্যতম প্রধান ব্যবসা ছিল মদের ব্যবসা। এখনকার সময়ের থেকে অনেক বেশি মদ আমদানি হত সে সময়। ঠাকুরতর্ষে যে বৃহৎ কোম্পানিগুলো মদের আমদানিকারক ছিল তার মধ্যে 'কার টেগোর' ছিল অন্যতম। দ্বারকানাথ তার অনুপত এক ব্যবসায়িক বিশ্বনাথ লাহাকে দিয়ে খুচরা মদের ব্যবসা করাতেন। তিনি লাহাকে ধর্মতলায় একটি মদের দোকানও খুলে দেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ পারিবারিক সূত্রে জেনেছিলেন দ্বারকানাথ প্রতিদিন রাতে ডিনারের পর এক গ্লাস করে শেরি পান করতেন। এছাড়াও বেলগাছিয়ার ডিলায় নাকি নিয়মিত মদের শ্রোত বইত। জনশ্রুতি ছিল দ্বারকানাথ নাকি কলকাতা শহরকে মদের শ্রোতে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তার মদের ব্যবসা এতদূর বিস্তৃত ছিল যে এটা নিয়ে পালাগান ও রচিত হয়েছিল-

“কী মজা আছে রে লাল জলে,
জানে ঠাকুর কোম্পানি।
মদের গুণাগুণ আমরা কী জানি,
জানে কার ঠাকুর কোম্পানি।”
এই মদের উৎপাদন কী ব্যাপক হারে ছিল তা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। ঠাকুর কোম্পানির উৎপাদিত রাম ১৮২১ সালে ২৬০ টন জাহাজ 'রেজেন্সাল্যুস'-এ ভর্তি করে বুয়েনস আয়ার্‌সে যায়। লন্ডনে ১৮২৬ সালে কার ঠাকুর কোম্পানির নিজস্ব একটি জাহাজে করে ১৫০ টন মদ নিয়ে যায়। বেলগাছিয়ার ডিলায় নাকি একরাতের পাটিতে এত মদের শ্রোত বইত যা দিয়ে নাকি একটি এলাকা ভাসিয়ে দেয়া যেত।

বেলগাছিয়া নিয়ে পালাগান ছিল এমনঃ
‘বেলগাছিয়ার ব্যাপানে হয়
ঘুরি কাটা চানতের মনখনি।
খানাপানার কত মজা,
আমরা কী জানি,
জানেন ঠাকুর কোম্পানি।’

মূল প্রশ্ন হলো কেনম ছিলেন জমিদার দ্বারকানাথ? র্রেয়ার বি কিং বলেছেন অন্য আর পাঁচটা জমিদারের মতো তিনি শুধু জমিদারি থেকে আসা আয় নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেননি, রীতিমতো পরিণত করেছিলেন ব্যবসায়িক মেশিনে। তিনি রায়তি প্রথায় জমিদারি চালাতেন যেখানে দয়ামায়া বলতে কোনও শব্দ ছিল না। এই রায়তি প্রথার দরুন ছোটবড় অসংখ্য কর প্রজাদের ঘাড়ো এসে পড়ত এবং সেই সাথে তাদের জমিতে রায়তের চাহিদামত উৎপাদন করতে হত। দ্বারকানাথ কখনোই প্রজাদের বা বাপ হতে চাননি। এছাড়া তিনি জমিদারি পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ সদস্যদের নিয়ে কমিটি বানিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে দ্বারকানাথ যদি আগুন হন কমিটি ছিল যি। এর উপর ছিল নীলের চাষ। দ্বারকানাথ তার জমিদারিতে প্রজাদের দিয়ে নীলের চাষ করাতেন। সে সময় এ ব্যবসায় এত অভ্যচার করতে হত যে অনেক সময় দেশীয় লোকজন কোনও নীলকুঠির ম্যানেজার হতে চাইত না। তাই দ্বারকানাথ শাহজাদপুর পরগনা, রংপুরের স্বরূপপুর পরগনা, যশোরের তালুক ইউরোপীয় ম্যানেজার রেখে নীল চাষ করাতেন। ১৮২৪ সালে বিহরামপুর পরগনার ১১৬ জন রায়ত অভিযোগ করে যে, জমিদার বর্ধি তৈরি করতে না দেওয়ায় বসতবাড়িতে জল ঢুকছে। দ্বারকানাথ দারি কয়েক বছর হতেই জমি জলদায় হক এবং নীলের চাষ ব্যাহত হবে। ১৮৩৬ সালে যশোরের রায়তরা আবারও দ্বারকানাথের কর্মচারী নির্ধাতন নিয়ে মামলা করেন। পরে দ্বারকানাথ যশোরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে ব্লাকমেল করে ঘটনা ধামাচাপা দেন। একটি গ্রাম থেকে যত খাজনা আদায় সম্ভব তার থেকে অনেক বেশি টাকায় দ্বারকানাথ নীলকরদের কাছে জমির ইজারা নিতেন। যেমন শাহজাদপুরের একটি গ্রামকে তিনি হিজবুল কদসার নামে একটি নীল কোম্পানিকে দশ হাজার টাকায় ভাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের খাজনা কোনওভাবেই সাহ হাজারের বেশি হওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া খাজনা না দেওয়ার দরুন শাহজাদপুর পরগনার তালুকদার শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য ও তার পরিবারকে দ্বারকানাথ ডিটেম্বাড়া করেন। ১৮২১ সালে শিলাইনছে পন্ডার তীরে স্থাপিত নীলকুঠি প্রজাদের বহু হাযাকরের গল্প শোনায়।

দ্বারকানাথ তার জমিদারিতে নীলের সাথে আখের চাষও শুরু করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি চিনি উৎপাদন করতেন এবং ইউরোপে রপ্তানি করতেন। কার টেগোর কোম্পানি চিনি, নীল, রেশম, আফিম, রেশমের খান, আখ থেকে তৈরি রাম, চামড়া, কাঠ, সোডা, চাল রপ্তানি করত। এ সমস্ত কাঁচামাল দ্বারকানাথ সংগ্রহ করতেন জমিদারি থেকে। ১৮৩০ সালে যখন চার্টার বা সন্দনের স্বায়িত্বকাল শেষ হয়ে যায় তখন দ্বারকানাথ সিগিপুর, কুমারখালির রেশম কুঠিগুলো কিনে নেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখেছেন, রেশমের চাষ ও গুটি উৎপাদন যারা করত তারা দ্বারকানাথের প্রজা ছিল। চীন দেশ থেকে ভারতবর্ষে প্রথম ওই গুটি রেশমের আমদানি করে কার টেগোর কোম্পানি। ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ প্রথম যেবার বিলেত যান সাথে করে রানির জন্য রেশম ও উপহার হিসেবে নিয়ে যান।

দ্বারকানাথের আরও একটি নম্নাকরজনক ব্যবসা হলো আফিমের ব্যবসা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্টার শেষ হয়ে যাবার পরেও তারা থেকেই হোক আফিমের ব্যবসাকে ধরে রাখতে চাইছিল। ১৮৩০ সালে লর্ড উইলিয়াম বেকিংহে গাসেয় সমভূমিতে আফিম চাষের জমি বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হলে দ্বারকানাথ বাংলায় জমি দখল ও ব্যবহার নাম দিয়ে হাইকোর্টে পিটিশন দিয়ে মামলা করেন। স্থানীয় মানুষের সমর্থনে দ্বারকানাথ জিতে যান এবং আফিম ব্যবসার অনুমতি পান। দ্বারকানাথ ব্যক্তিগতভাবে এটাইই স্বার্থাধেবী ছিলেন যে ব্যবসার খাতিরে তিনি কখনও ইংরেজদের বন্ধু, পদমলী, আবার তাদের বিরুদ্ধতারও করেছেন। আফিম চাষের জন্য মামলা জেতার পর পাঁচ হাজার কৃষককে দুর্ভিবেদ্ধ করা হয়েছিল এবং এই ব্যবসা দেখাশোনার জন্য একজন ক্লাক, আকাউন্ট্যান্ট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়োগ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবসায়িক আঙ্গিক তৈরি করা হয়েছিল।

<div><div></div><div></div></div>
(তথ্যসূত্রঃ ১/দ্বারকানাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী -ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২/Partner in empire by Blair B king. ৩/ঠাকুরবাড়ির ব্যবসা-সুমনা দাসদত্ত। ৪/মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫/ভারলিং জোয়র্কি-রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬/Memories of Dwarkanath Tagore by Krishna kripalini. ৭/ঠাকুরবাড়ির গোপনকথা-রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮/ঠাকুরবাড়ির অলমরহল-চিত্রা দেব। ৯/রবিব্রজীবনী-প্রথম খণ্ড -প্রশান্তকুমার পাল। ১০/রবীন্দ্রজীবন কথা-প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ১১/ এ এক অন্য ইতিহাস, আশা: অসাধারণ দ্বারকানাথ, লেখক: গোলাম আহমদ মর্তুজা, পৃষ্ঠা: ১৪১। ১২/ কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা,২৮শে কার্তিক,১৪০৬, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বৌদি কাদম্বরী দেবীর সাক্ষি কি প্রেমের সম্পর্ক ছিল? কাদম্বরী দেবী ছিলেন বাঙালি নাট্যকার, সঙ্গীতস্রষ্টা, সম্পাদক এবং চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌদি। জুলাই ৫, ১৮৫৯ সালে কলকাতায় কাদম্বরীর জন্ম। পৈতৃক নাম মাতসিনী। কাদম্বরী দেবী ছিল ঠাকুর বাড়ির কর্মচারীর মেয়ে। তার বাবা ঠাকুরদের বাজার হাট করে দেয়ার, ফরম্যেশন পূরণ করার কাজ করত।বাজার সরকার শ্যাম গাঙ্গুলির তৃতীয় কন্যা। মাত্র নয় বছর বয়সে ১৯ বছর বয়সী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে কাদম্বরীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তার পিতামহ জগমোহন বসোপাধ্যায় ছিলেন একজন গুণী সংগীত শিল্পী। তার থেকেই কাদম্বরী এবং রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে গান শিখেছিলেন। সমবয়সী ওগুয়া সুবাসে কাদম্বরীর সাথে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্প, কবিতা, নাটক আর গান রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছেন তার সৃষ্টিশীল মনমাত প্রদানের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ এবং কাদম্বরী ছিলেন খুবই ভালো বন্ধু এবং সহপাঠী। যার কারণে এই দুজনের সম্পর্ক নিয়ে সেই সময়ে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন বিতর্ক এখনো বিদ্মান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহের (১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর) চার মাস পরে এপ্রিল ১৯, ১৮৮৪ সালে কাদম্বরী দেবী আফিম খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, এবং তার দুই দিন পর এপ্রিল ২১ তারিখে মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এই আত্মহত্যার বিষয়ে নিরব ছিল। মূলত পারিবারিক সমস্যায় কারণ তার মৃত্যু হয়েছে বলে বিতর্ক রয়েছে। হিন্দু প্রথা অনুযায়ী কাদমর্গ পাণোম হয় নি, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই বসানো হয়েছিল করোনার কোর্ট। গবেষকরা মনে করেন, স্বয়ং মহর্ষির উদ্যোগেই করোনার রিপোর্ট লেখা করা হয়, সঙ্গে লেোপাট করা হয় 'সুইসাইড নোট'। ৫২ টাকা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয় সংবাদ মাধ্যমের। তাই কাদম্বরীর মৃত্যু সংবাদ তখন কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং তার স্মৃতি নিয়ে মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও একাধিক কবিতা, গান ও গল্প রচনা করেছেন। উপরের কথা গুলো পড়ে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন বা আর বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না!

রবীন্দ্র ঢাকায় আসস এবং বুদ্ধিগঙ্গা নদীতে লৌকা নোঙর করত প্রসিদ্ধ গঙ্গাজলীর (বিশাল পতিতালয়ের টিকানা) বিপরীতে এবং লিখত "বাংলার বধু বুকুে তার মধু"। ২০১৭ সালের অষ্টম শ্রেনীর পাঠ্যবইয়ে সাহিত্য কণিকার ৭৮ পৃষ্ঠায় দুই বিলা জমি কবিতাটি এসেছে এবং সেখানেও এসেছে ঐ ছন্দময় সংযোজনটি "বুক ভরা মধু, বসের বধু।" লেখার প্রথমেই লেখকি রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক ব্যবসাও ছিল পতিতালয়ের ব্যবসা। শুধু তাই নয় সে পতিতালয়ে গমন করতো। আনন্দবাজার পত্রিকার ১৪০৬ এর ২৮শে কার্তিক সংখ্যায় লিখা হয় "তবে চুরি করে সাহিত্য রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথের পতিতা সাহিত্যের উপর মারাত্মক দক্ষতা ছিলো, আরো সহজ ভাষায় বলতে অশ্লীল সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের পিএইচডি ডিগ্রি ছিলো। সত্যি কথা বলতে, ঐ সময় কলকাতায় বিশেষ কারণে সিফিলিস খুব কমন ছিল। তাই ১৯৮২ সাল অবতার পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এর সিফিলিস রোগের খবরটা তেমন গুরুত্ব পায় নি"। অর্থাৎ রবিন্দ্রতঃ ছিলো নষ্টপন্থীতে গমনকারী সিফিলিস রোগে আক্রান্ত রোগী।

(রবীন্দ্রনাথের সিফিলিস হয়েছিলো এর সূত্র: বই-নারী নির্ঘাতনের রকমফের, লেখক: সরকার সাহাবুদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা: ৩৪১.)

রবিন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে সে লুকিয়ে লুকিয়ে নারীর বন্ধ অবলোকন করতো। যা 'নিদ্রিতা' কবিতায় প্রকাশ করেছে।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে,
যাজিল বুকে সুখের মত ব্যাথা ।
মেখের মত গুচ্ছে কেশরাশি
শিখান ঢাকি পড়েছে ভরে ভারে ।
একটি বাহু বন্ধ-’পরে পড়ি,
একটি বাহু লুটায় এক ধারে ।
আঁচলখানি পড়েছে খসি পালে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি—
পরপুষ্টে রয়েছে যেন ঢাকা ঢাকা
অনাম্মাত পূজার ফুল ঢাটা ।
জিহ্বাস্নান নাট্যকাব্যে বলা হয়েছে –
কাহ্নে, দেব, বরাইলে পান।
কার তৃষা মিটাইলো সে চুখন,
সে প্রেমসংগী
এখনো উঠিছে কঁসি
যে-অস ব্যাপিগ্না
বীণার ঝংকার-সম,
সে তো মোর নহে!
বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন,
সে মিলন
কে লইল লুটি,
আমারে বঞ্চিত করি।
সে চিরদুর্দত্ত মিলনের সুখস্মৃতি"।

আজকাল ভারতের উগ্র জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি প্রায়ই বলে থাকে ভারতের সকল মুসলমানই হিন্দু। ফলে তাদেরকে ঘরে ওয়াপসি করতে হবে। পুরোপুরি হিন্দু হয়ে যেতে হবে। কথাটা কিন্তু ভারতের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথই প্রথম চালু করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুসলমানরা ধর্মে ইসলামানুরাগী হলেও জাতিতে তারা হিন্দু। কারোই তারা হিন্দু মুসলমান ন। (সূত্র: আব্দুল কালাম শামসুদ্দিনের লেখা অজীত দিনের স্মৃতি, পৃষ্ঠা: ১৫০)
গোড়া হিন্দুদের হত সতীদাহ প্রথাতে সমর্থন করে কবিতায় লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লিখুন, সমস্যা নেই। কিন্তু স্বামীর চিতায় জীবন্ত স্ত্রীর পুড়ে যাওয়াকে মুসলমানরা অশ্বশুন করেন বলে তিনি 'যবন' গালি দিয়ে মুসলমানদের হুমকি দিচ্ছেনঃ "জ্বল জ্বল চিতা ! দ্বিগুন দ্বিগুন পরান সপিবে বিধবা বাল্য জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন জুড়াবে এখনই প্রাণের জ্বালা পোনরে যবন, পোনরে তোরা যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালানি সবই স্বাক্ষী রনলেন নেবতার তার এর প্রতিফল ভূগিতে হবে" (জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জ্যোতিন্দ্রনাথের ন্যাস সংগ্রহ, কলকাতা: বিশ্ব ভারতী ১৯৬৯, পৃষ্ঠা: ২২৫)

রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে এক সময় কোনো মুসলমান ছাত্রের প্রশ্নোপধিকার ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে চাঁদা চেয়েছিলেন হায়দরাবাদের নিজামের কাছেও। নিজাম তাকে চাঁদা দেন এক লাখ টাকা। এক লাখ টাকা সে সময় ছিল অনেক। রবীন্দ্রনাথ ভাবতে পারেননি নিজাম এতটা চাঁদা দেবেন। নিজামের চাঁদার সূত্র ধরেই সামান্য কিছু মুসলিম ছাত্র সুযোগ পায় বিশ্বভারতীতে লেখাপড়া সেো।

সাহিত্যিক মুখোপাধ্যায় আনী রনলেন যাদের মধ্যে একজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপিত হয় ১৯২১ সালের জুলাই মাসে। হিন্দুরা চালনি ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপিত হোক। এমনকি ঢাকার হিন্দুরাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তারা মনে করেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে আসলে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথও চালনি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্হাপিত হোক (সেবুলালহদেয় অভিমানো রবীন্দ্রপুজার রহস্য উন্মোচন-এবনে গোলাম সামাদ .০৭ মে,২০১১, শনিবার, বিভিন্নউজ্জ টুয়েন্টি ফোর ডট কম প্রকাশিত)।

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে২৮ মার্চ কলিকাতার গড়ের মাঠে এক বিরাট সমাবেশ করা হয়। ঠিক তার দু'দিন পূর্বে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়েছিল। সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, ঢাকায় ইমুনিভার্সিটি হতে দেওয়া যাবে না। উক্ত উভয় সভার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ (তথ্যসূত্র: কলকাতা ইতিহাসের দিনলিপি, ড. নীরদ বরণ হাজার, ২য় খণ্ড, ৪র্থ পর্ব)। " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কলকাতার গড়ের মাঠে যে সভা হয়, তাতে সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এসব বাধার কারণে ১৯১১সালে ঘোষণা দিলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি আঁতুর ঘরে পড়ে থেকে মৃত্যুর প্রায়ের গুনছিল। অবশেষে নানা বিষয়ে সমঝোতা হয়, যার মধ্যে ছিল মনোগ্রামে 'সোয়াস্তিকা' এবং 'পদ্ম' ফুলের প্রতীক থাকবে। প্রতিবাদকারীরা খুশি হন। এরপর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়"(তথ্যসূত্র: ডক্টর কাজী জাকের হোসেন: 'দৈনিক ইকবিলার', ১০ মার্চ, ২০০২)।" ১৯২২ সালের ২৮শে মার্চ কলিকাতা গড়ের মাঠে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয় [তথ্যসূত্র: আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, লেখক, মেজর জেনারেল(অব.) এম এ মঈন (সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা)]। সমস্মে রবীন্দ্রনাথ এক অনুষ্ঠানে দাপ্তরিকতার সাথে বলেছিলেন "সূর্যের দেশে আবার কিসের বিশ্ববিদ্যালয়, তারাতো চিকিমতো কথাই বলতে পারেনো!" অন্যত্র এক অনুষ্ঠানে এদেশের মানুষকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করে রবী ঠাকুর বলেছিলেন "সাত কোটি সন্তানের যে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করোনি"।

কয়েক পুরুষ ধরে প্রজাদের উপর পীড়ন চালিয়েছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। "১৮৯৪ সনে রবীন্দ্রনাথ চাষীদের খাজনা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, খাজনা আদায়ও করেছিলেন [তথ্যসূত্র: শচীন্দ্র অধিকারি, শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ পৃঃ-১৮, ১১৭]"। সব জমিদাররা খাজনা আদায় করত একবার, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এলাকার কৃষকদের থেকে খাজনা আদায় করাত দুইবার। একবার জমির খাজনা দ্বিতীয় বার বালী পূজার সময় চাদার নামে খাজনা। (তথ্যসূত্র: ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত, লেখক সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ)।

কর বৃদ্ধি করে বল প্রয়োগে খাজনা আদায়ের ফলে প্রজাবিরোধে ঘটলে তা তিনি সাফল্যের সঙ্গে দমন করেন। "শোষক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শিলাইদহের ইসলামইল মোল্লার নেতৃত্বে দু'শঘর প্রজা বিরোধ করেন। [তথ্যসূত্র: অমিতান্ত চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, দেশ পারদরীয়া, ১৩৮২।]" "প্রায়শ্চিত্ত নাটকে প্রতাপদিত্যের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলাছেন- "খুন করাটা যেখানে ধর্ম, সেখানে না করাটই পাপ। যে মুসলমান আমাদের ধর্ম নষ্ট করেছে তাদের যারা মিত্র তাদের বিলাশ না করাই অর্থর্ষ" রীতিমত নোবেল' নামক ছোটগল্পে মুসলিম চরিত্র হরণ করেছেন- "আল্লাহ আকবর শব্দে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। একদিকে তিন লক্ষ যবন (অসভ্য) সেনা অন্য দিকে তিন সহস্র আর্থ সেনা। ... পাঠক, বলিতে পার..

কায়ার বজ্রশব্ধিত 'হর হর বোম বোম' শব্দে তিন লক্ষ স্বেচ্ছ (অপবিত্র) কষ্টের 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি নিমগ্ন হয়ে গেলে। ইমনিই সেই ললিতসিংহ। কাঞ্চীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্রুব নক্ষত্র" রবীন্দ্রনাথ তার 'ক'হরোড়' (ভারতী, বৈশাখ-১৩০০) নামক প্রবন্ধে বলেন, "কিছুদিন হইল একদল ইতঃ প্রেীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লেটুখব্দ হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিশ্বময়ের ব্যাপার এই যে-উপদ্রবের। লক্ষ্যটা বিশেষ রূপে ইংরেজদেরই প্রতি। তাহাদের শান্তিও যথেষ্ট ইয়াছিল। প্রবাদ আছে-ইটটি মারিলেই পাটকলটি খাইতে হয়, কিন্তু মৃঢ়গণ (মুসলমান) ইটটি মারিয়া পাটকেলের অপেক্ষা অনেক শক্ত শক্ত জিনিস খাইয়াছিল।"(রবীন্দ্র রনলাবনী, ১০ খণ্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা)।

এমনকি মরমম মোতাওয়ার হোসেন চৌধুরী গালি দিতেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার লেখায় ইসলাম ও বিশ্বনরী সম্পর্কে কোনো কথা লেখা নেই কেন? উত্তরে কবি বলেছিলেন, 'কোরআন পড়তে শুরু করেছিলাম কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারিনি আর তোমাদের রসুলের জীবন চরিতও ভালো লাগেনি।[তথ্যসূত্র: বিতণ্ডা, লেখক সৈয়দ মুক্তিবুজ্জ, পৃ-২১১]"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজি লেখার কারিগর ছিলো সি. এফ আনন্ডজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন প্রধান সহযোগী ছিল মি. আনন্ডজ। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর যার নাম দিয়েছিলেন 'দীনবন্ধু'। (তথ্যসূত্র: আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ-অখণ্ড সংস্করণ, দ্বিতীয়খণ্ড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১০৮)। এই রবীন্দ্রনাথই ড ডেভিডের ধর্মদ্বন্দ্বতায় এভ্যাসনের কাজ থেকে টাকা নিয়ে 'চার অধ্যায়'লেখেন। শুধু তাই নয়, 'ঘরে বারের'ও তাকে টাকা নিয়ে লেখানো হয়।"(তথ্যসূত্র: 'দৈনিক বাংলাবাজার প্রকাশিত ড আনন্ডম শরীরের সাক্ষাৎকার, তারিঃঃ ০১/০৫/১৯৭২ঃ)।

"কালীপ্রসন্ন বিদ্যারিণাদাম তাম নিরেকত্যা'তে পরিকল্পার বলেই দিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ মোটেই লিখতে জানতেন না, স্বেচ্চ টাকার জোরে ওর লেখার আদর হয়। পাঁচকড়ি বাবু একথাও বহুবার স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রায় যাবতীয় সৃষ্টিই নকল। বিদেশ থেকে ঋণ স্বীকার না করে অগ্রহণ্য। (তথ্যসূত্র: জ্যোতির্ষ্য রবি ও কালোমেঘের দল, লেখক: সুজিত কুমার সেনগুপ্ত, পৃ-১১১ঃ)। এ বক্তব্যের সাথে একমত রবীন্দ্রনাথ ১৯১০ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েমিল গীতাঞ্জলির জন্য নয়, বরং গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ। 'Osong Offerings'-এর জন্য। রবীন্দ্র হলো বাংলা ভাষী, ইংরেজিতে কবিতা লিখে নোবেল প্রাইজ পাওয়াটা তার মতো ব্যক্তির পক্ষে একমমই অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভবটাই সম্ভব হয়েছিল, কারণ পরীর আড়ালে থেকে কলম ধরেছিল নি. এফ. আনন্ডজ। 'গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ কিভাবে করা' থেকে বহুং অনুবাদ ছিল না, বরং তা ছিল ভাষানুবাদ। সেই ইংরেজি অনুবাদের ডাব সম্পূর্ণ মিলে গিয়েছিল খ্রিস্টানদের বাইবেল ও তাদের ধর্মীয় শাসনদের রচনার সাথে। যে প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকার লেখক, কবি ইয়েটাং বলেছিলেন- 'Yet we are not moved because of its strangeness, but because we have met our own image' অর্থাৎ 'গীতাঞ্জলির ও ড ভাষায় সাথে পিচ্চানদের নিজস্ব মনোজগতে লালিত খ্রিস্টীয় ভাবধারা সম্পূর্ণ মিলে গিয়েছিল। ইয়েটাং তার বক্তব্যে যৌক্তিকতা তুলে ধরতে সেন্ট বার্নার্ড, টমাস-এ-কেম্পিস ও সেন্ট জক অফ দি ক্রসের সাথে' গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের মিল উল্লেখ করেছিলেন। অন্যান্য পশ্চিমা সাহিত্য সমালোচকরাও 'গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের ২৬ং কবিতা ও ইংরেজি Songes of Solomon – এর ৫- ২-৬ নম্বর লোক, তাম্বাড়া সেন্ট জালিসের রলিত খ্রিস্টীয় শাস Canticale এবং ইংরেজি গীতাঞ্জলির ৮৭ং কবিতা এই দুটো পাশাপাশি রেখে তাদের মিল দেখিয়েছেন। (তথ্যসূত্র: আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ-১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-১৪৫)।

দর্শনশাস্ত্রে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, "সব কিছুকেই সন্দেহ করা যায়, কিন্তু সন্দেহকে কখনো সন্দেহ করা যায় না। কোন না কোন এক জায়গায় আমাদের থামতে হবে"। আর সেটাই হলো আমাদের 'স্টপিং পয়েন্ট'।

রবিঠাকুরের সম্পর্কে সত্যিটা মানুষকে জানানো বিপদ অনেক। কারণ স্রোত

Bishal Bangla Online is on Facebook. To connect with Bishal Bangla Online, join Facebook today.

Join

or

Log In

4,718 shares

Khadija Tahera Siddika
আমরা হলাম মির জাফরের অনুসারী। আমরা জানি না স্যার সলিমুল্লাহর জন্মদিন কবে মৃত্যু দিন কবে। আমরা স্যার সলিমুল্লাহকে স্মরণ না করে রবীন্দ্রনাথের গান গাই আমাদের মতন অভাগা আর কজন আছে। আমরা হতভাগ্য জাতি।

22 hrs Report

AL Min replied · 41 replies

Ziaur Rahman Shanto
লেখা পড়ে যা বুঝলাম, বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ ও তার দাদা বেঁচে থাকলে কমপক্ষে ১ লাখ যৌনপঞ্জীর মালিক হতো এমন একজন জঘন্য ও নকলবাজ মানুষ কেমনে নোবেল পুরস্কার পায় ও বিশ্ব কবি হয়!! এই যৌন ব্যবসায়ী লেখকের সোনারতরী কবিতা,আমাদের ছোট নদী কবিতা আর হৈমন্তী গল্পটি আমার ভালো লাগতো।ছোট থেকেই রবীন্দ্রনাথকে আমার ভালো লাগতোনা।আজ থেকে তাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করলাম।ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিরোধিতা,মুসলমানদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা,নিরীহ মুসলিমদের উপর অত্যাচার,সতীদাহ প্রথা সমর্থন সর্বোপরি আমাদের রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাঃ উনার চরিত্র সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার জন্য এখন থেকে অভ্য, মূর্খ,আর অত্যাচারী রবীন্দ্রনাথকে মনেপ্রাণে তীব্রভাবে ঘৃণা করছি এবং সারাজীবন ই করবো।

3 hrs Report

AL Min replied · 13 replies

Abdur Razzaque
রেফারেন্স সহ প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বাস না হলে যাচাই করা যেতে পারে।

on Sat Report

AL Min replied · 14 replies

Jahed Ahmed
জাতীয় সঙ্গিত বদলানোর দরকার।এটা সময়ের দাবি।কোন ধর্মের লোক এটা বিষয় না।বিষয় হল উনি ভারতীয়। আর আমরা স্বাধীন দেশে নিজের লেখা সঙ্গিত কেন গাইবো না।

23 hrs Report

Jahed Ahmed replied · 53 replies

Shakil Ahmed
আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্যে ঘোর বিরোধিতা করে বলেছিলেন মূর্খের দেশে কিসের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দুঃখের বিষয় যার অনুদানের পুরো জায়গায় আজ বিশ্ববিদ্যালয় সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাকে(স্যার সলিমুল্লাহ)স্মরণ না করলেও বিরুদ্ধাচারণ কারি রবিঠাকুরের জন্যে শ্রদ্ধাভরা নিবেদন ঠিকই হয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর।

on Sat Report

Shakil Ahmed replied · 19 replies

MD Jahangir
কেউ বিশ্বাস করলো নাকি করলোনা সেটা দেখার বিষয়না। আসল বিষয় হলো যা সত্য তাই সামনে আনা হইসে।

on Fri Report

AL Min replied · 12 replies

Md Kamrul Hasan Rasel
আমি যত টুকু শুনেছি এই রবি ঠাকুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হউক তা উনি চাননি

on Sat Report

Niamat Bhuiyan replied · 20 replies

Biddut Talukder
লেখাটা পড়ার জন্য দুই জন লেবার খুজছি। এতো বড় লেখা পড়ার ধৈর্য নাই।

on Sat Report

Sanjida Afrin... replied · 25 replies

Faruk Md Alam
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এতটা তথ্যবহুল লেখা ইতিপূর্বে পড়া হয়নি। বেশ ভাল লেগেছে। এসকল বিষয়ে অবশ্যই সকলেরই জানা উচিত। লেখককে অনেক ধন্যবাদ।

on Fri Report

AL Min replied · 5 replies

Sadia Afrin
ইতিহাস সাক্ষী আছে কুখ্যাত লোকই সর্বদা বিখ্যাত।যারা সমাজ,দেশ,রাষ্ট্রের ব্যবস্থা নষ্ট করে আমরা তাদের জয় গান করি। যারা আমাদের পদতলে রাখে আমরা তাদের জয় গান করি।

on Sat Report

AL Min replied · 13 replies

Tanvir Prodhan
অনেক অনেক ধন্যবাদ সুন্দর করে গুছিয়ে তথ্যগুলো উপস্থাপন করার জন্য। রবি ঠাকুর সম্পর্কে জানতাম, কিন্তু এত কিছু জানতাম না। কখনোই তাকে পছন্দ করতাম না। আমাদের দেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তন হলে খুশিই হব।

23 hrs Report

Alom Shahi
আপনি যে-ই হন ভাই অসাধারণ লিখেছেন। পর্দার আড়ালে থাকা এসব বহু অজানা ঘটনা তথ্য ও রেফারেন্স সহ আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন।

on Sat Report

Jayanta Debnath
after 100 years stupidis are trying to degrade robindranath. Nothing to say.

Our nation is brain draining

on Sat Report

Shibli Sadik replied · 33 replies

Md Nayem Rana
পুরোটা পরতে পারিনি... কিন্তু আমি আগে থেকে যতটুকু জানি তার ভিত্তিতে রবিন্দ্রনাথ ভালো মানুষ ছিলেন না.. তিনি বাংলার ভালো কখনোই চাইতেন না

on Fri Report

AL Min replied · 14 replies

UmmeHabiba Popy
অনেক ধৈর্য নিয়ে পুরোটা পড়লাম। এই ইতিহাসটা আরও কিছু জায়গায় ভিন্নভাবে পড়েছি।তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কারণ প্রত্যেক কবি সাহিত্যিকের জীবন জানতে গেলে অনেক কিছুই ভালো লাগবে না।কিন্তু তাদের সৃষ্টির অনেক সুন্দর দিক আমাদের আকৃষ্ট করে মোহিত করে।তখনকার আইনি শাসন ব্যবস্থা বুঝবে যে তার অপরাধ কতটুকু।

14 hrs Report

AL Min replied · 2 replies

Soraiha Hema
এইজন্যই কাজী নজরুল আমার প্রিয় কবি

on Sat Report

Soraiha Hema replied · 3 replies

Jowel Rana
মশালাহ চমৎকার দুর্ভরিত্রের অধিকারী

on Fri Report

AL Min replied · 18 replies

Fahima Akther Mou
খারাপ মানুষগুলোই সাফল্যের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয় আর সং মানুষগুলো হয় অবহেলিত। এটাই বাস্তবতা।

on Sat Report

MH Ripon replied · 1 reply

অতঃপর আমি
সে তো একজন সত্তা কারের চোর ছিলেন, টাকার জন্য নোবেল পেয়েছেন, আমি অনেক আগেই এই বইগুলো পড়েছি, রবীন্দ্রনাথ কে আমি কবি মনে করি না,

on Sat Report

AL Min replied · 12 replies

Md Rayhan Shekh
পুরোটাই পড়লাম সবগুলো কথাই সত্য আমি অনেকগুলো বইতেও মিলিয়ে দেখেছি

on Fri Report

Md Rayhan Shekh replied · 15 replies

Jahangir Hossain
যে যত বড় ইবলিশ তত বড় পঙ্কিত।
বর্তমানে ও তাই। (ভারত ধর্ম)

on Sat Report

Swarup Adhikari replied · 3 replies

Md Karim
ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরির সময় বলেছেন ফকির এর দেশে কিসের বিশ্ববিদ্যালয়।এই সে রবীন্দ্রনাথ

on Sat Report

Sayed Ahmad replied · 11 replies

Bishal Bangla Online is on Facebook. To connect with Bishal Bangla Online, join Facebook today.

Join

or

Log In

on Sat

Report

তাহমিনা তানিয়া replied · 2 replies

Arpita Mukherjee

Onek dhonyobad lekhatir jonno, apnara andolon suru korun apnader national anthem change korar jonno,ato kharap akta loker gaan keno gaichen ato din.

on Sat

Report

AL Min replied · 8 replies

Anjuman Urmi

আর আমাদের দেশে তাকে নিয়ে যত আদিখ্যেতা।

সত্তি আমরা বড় অভাগা

on Fri

Report

Anjuman Urmi replied · 11 replies

খালিম ইব্রুল ওয়াশীম

অমানুষগুলোর ইতিহাস এভাবেই সামনে আসতে থাকুক।

on Thu

Report

Limaakter Lima

রবীঠাকুর তখন ইংরেজ দের পা।চাটা গোলাম ছিল।

on Fri

Report

Md Abed Hossen replied · 3 replies

Md Nadim Hossen

বাবারে যে লেখা পরতে,পরতে জিলিদপি পার হয়ে জাবে, আর পারতেছিনা, আমি হাপাই গেছি

on Fri

Report

Md Nadim Hossen replied · 2 replies

View more comments...

Pages liked by Page

Bishal Bangla TV

10K likes this
Welcome to our page Bishal Bangla Tv.
You find Here Many kind of comedy Bangla Natok, Telefilm...

Blood Donars Bd

783 likes this
blood donars bank

Student Visa Processing center

537 likes this
বিশ্বেশে উচ্চশিক্ষার জন্য সঠিক গাইডলাইন পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।Mobile- 01957-67 56 82 ,

Recent post by Page

Bishal Bangla Online

22 mins · Facebook for Android ·

পুলিশ কাকে গ্রেফতার করবে বা না করবে সেটা কেনো প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হবে? সেটাতো পুলিশের দায়িত্ব। তাহলে আগে যা গ্রেফতার বা গুলি করা হয়েছিল সব প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই?

Myeen Uddin

হুম

18 mins

Report

Abdul Alim

আপনিকি ছোট শিশু?যে আপনাকে বুঝাতে হবে?

6 mins

Report

Bishal Bangla Online is on Facebook. To connect with Bishal Bangla Online, join Facebook today.

Join

or

Log In

Md Lokman Hossain

আইন খালেদা জিয়াকে সান্ত্বি দিল,তাহলে প্রধান মন্ত্রীর নিকট মুক্তি চায় কেন?

2 mins Report

Bishal Bangla Online
2 hrs · Facebook for Android ·

মোঃ খাদেমুল ইসলাম 4 hrs · Facebook for Android ·

ইয়ারফোন ছাড়া শুনবেন না, আশেপাশের কেউ শুনে ফেললে বিপদ...

25 shares

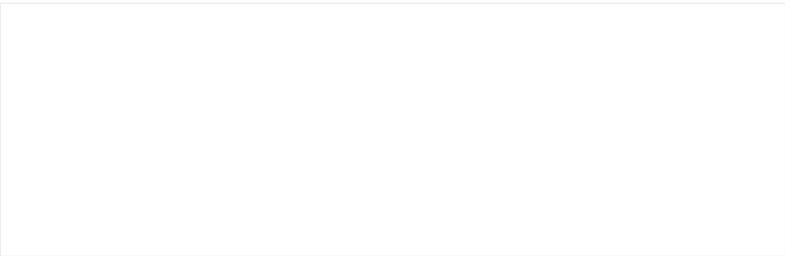
- Komol Dango

. . . .

1 hr Report
- মোঃ খাদেমুল ইসলাম replied · 1 reply
- Arafat Rubel

1 hr Report
- মোঃ খাদেমুল ইসলাম replied · 1 reply

Bishal Bangla Online
2 hrs · Facebook for Android ·



1 share

Related Pages

বাংলাদেশের আইন কানুন
540K likes this
আপনার প্রয়টি করুন-
0177-1119929 Advocate Shamim Patwary
0191-2464049 Advocate Tanvir
কোম্পানি...

NTV
14M likes this
NTV is the most popular Bengali language TV channel in Bangladesh that offers unbiased &...

টেকনো ইনফো বিডি
71K likes this
প্রযুক্তি, ব্যাংকিং ও চাকরির সর্বশেষ খবর জানতে টেকনো ইনফো বিডির সাথে থাকুন।

See More